Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খুরশীদ জাহান

রোলঃ 228021551

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দান সদকার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খুরশীদ জাহান

রোলঃ 228021551

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ দান সদকার গুরুত্ব ও ফযীলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খুরশীদ জাহান, আইডিঃ 228021551 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান সদকার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

খুরশীদ জাহান

আইডিঃ 228021551

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

সদকার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ..7

দান, সদকা এবং হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য..10

দান-সদকার ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি..11

সদকার কল্যাণকারিতা..17

দান - সদকার উত্তম পন্থা ও পদ্ধতি..27

দান - সদকার উত্তম খাত..33

সদকা কবুলের শর্ত..36

কোন সময়ের সদকা উত্তম?..38

দান-সদাকার বিধান..42

দানকারীর মর্যাদা..43

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক, মহান অভিভাবক এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তাঁর অগণিত রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস টিকে আছে, প্রতিটি রিজিকের কণা আমাদের জীবনে আলো ছড়ায়।

অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে হিদায়াতের আলো নিয়ে আগমন করেছেন। দরুদ বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র পরিবার, শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনুগত্যে অবিচল থাকা সকল অনুসারীর উপর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অসীম দয়া, অনুগ্রহ ও উদারতা বর্ষণ করে চলেছেন। তিনি তাঁর নেয়ামতের দরজাগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। জমিন ফল-ফসলে ভরে ওঠে, পশুর ওলানে নেমে আসে দুধের প্রাচুর্য, আর সম্পদ ও রিজিকের স্রোত বইতে থাকে মানুষের জীবনে। এভাবে মানুষ আল্লাহর দেওয়া অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে দিনাতিপাত করে।

وَ اٰتٰىكُمۡ مِّنۡ كُلِّ مَا سَاَلۡتُمُوۡهُ ؕ وَ اِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ لَا تُحۡصُوۡهَا ؕ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَظَلُوۡمٌ كَفَّارٌ

"আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিআমত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ"

[সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৪]

তবুও, পরিতাপের বিষয় হলো, এই অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করার পরও অনেকের হৃদয় থাকে সংকীর্ণ এবং হাত থাকে মুষ্টিবদ্ধ। তারা দান করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে, যেন এই সব সম্পদ শুধুই তাদের একক অধিকার।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে ধনী করে সৃষ্টি করেননি। তিনি সমাজে বৈচিত্র্য রেখেছেন—কারোকে দিয়েছেন, কারোকে বঞ্চিত রেখেছেন। উদ্দেশ্য একটাই—এটি এক ধরনের পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, ধনীরা কেমন আচরণ করে দরিদ্রদের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ فِیۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الۡمَحۡرُوۡمِ

“তাদের ধনে নির্ধারিত হক ছিল—প্রার্থীর জন্য এবং বঞ্চিতের জন্য।”

[সূরা যারিয়াত, আয়াত ১৯]

বাস্তবতার নিরিখে বললে, আজকের মুসলিম সমাজের অনেকেই আল্লাহর এই নির্দেশাবলি যথাযথভাবে পালন করছে না। যদি মুসলিমরা সত্যিকারভাবে যাকাত, দান, সদকাহ নিয়মিতভাবে প্রদান করত, তাহলে সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজ দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট হতো না। বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে উঠত।

وَ مَآ اٰتَیۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّیَرۡبُوَاۡ فِیۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَآ اٰتَیۡتُمۡ مِّنۡ زَکٰوۃٍ تُرِیۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

“তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে (যুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।”

[সূরা রুম, আয়াত ৩৯]

ইসলামে প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে, তখন সে কেবল গরীবের মুখে আহার তুলে দেয় না, বরং সে এক মহান ইবাদত সম্পাদন করে, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সাঈদ ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“যে লোক বৈধ উপার্জন হতে দান খায়রাত করে, আর আল্লাহ তাআ’লা হালাল ও পবিত্র মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, সেই দান দয়াময় রাহমান স্বয়ং ডান হাতে গ্রহণ করেন, তা যদি সামান্য একটি খেজুর হয় তাহলেও। এটা দয়াময় রাহমানের হাতে বাড়তে বাড়তে পাহাড় হতেও বড় হয়ে যায়; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে থাকে। ”

[সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)]

মানুষের স্বভাবই হলো সম্পদ সঞ্চয় করা। অনেকে মনে করে, জমিয়ে রাখলেই তা তাদের হয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—একদিন তাকে এই দুনিয়া ছেড়ে

চলে যেতে হবে, সব সম্পদ রেখে। তখন তার কোনো সঞ্চয়ই তার কাজে আসবে না, যদি না সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে থাকে।

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ یَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ

“আমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিযক প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু (সৎ কাজে) ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।”

[*সূরা সাবা, আয়াত ৩৯*]

তাই প্রকৃত প্রাপ্তি হলো সেই অংশ, যা সে দুনিয়াতে কল্যাণে ব্যয় করেছে, দান-সদকাহের মাধ্যমে আখিরাতের পুঁজিতে পরিণত করেছে।

সদকার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

“সদকা” শব্দটি এসেছে আরবি “সিদকুন” (صِدْق) শব্দমূল থেকে, যার অর্থ—সত্যতা, আন্তরিকতা এবং যথার্থতা। ইসলামি শরী‘আতের পরিভাষায়, এমন কোনো ব্যয়—যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়—তাকে সদকা বলা হয়। এটি নিছক দানের নাম নয়; বরং এটি একজন মুমিনের হৃদয়ের গভীরে লুকানো ঈমান ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, মানুষ তার কষ্টার্জিত সম্পদকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করে, আর সেই প্রিয় বস্তুটি যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তখন তা নিছক দান নয়, বরং তার ঈমানের দৃঢ়তারই প্রমাণ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন —

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ۬ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ

"তোমরা কখনোই পূর্ণ নেকি অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো।"

[*সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২*]

শরী‘আতের আলোকে সদকা দুই প্রকার: **ওয়াজিব সদকা** ও **নফল সদকা**। যদিও প্রচলিত ভাষায় নফল সদকাকেই সাধারণত “সদকা” বলা হয়ে থাকে, তবে কুরআন-হাদীস উভয় স্থানেই সদকা শব্দটি উভয় প্রকার দানের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এক. ওয়াজিব সদকা (বাধ্যতামূলক দান)

এটি এমন একটি দান, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে পালন করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে—

(ক) যাকাত ও উশর

যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, তার উপর প্রতি বছর যাকাত আদায় করা ফরয। জমি থেকে উৎপন্ন শস্য ও ফলমূলের উপর উশর প্রদান করাও ওয়াজিব।

(খ) কুরবানী

বিভিন্ন ফিকহ মতে, বিশেষ করে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। এটি প্রতিটি হিজরি বছরের যিলহজ মাসের নির্দিষ্ট দিনে আদায় করতে হয়।

(গ) সদকাতুল ফিতর (ফিতরা)

রমাযানের শেষে, ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। এটি সকল মুসলমানের উপর প্রযোজ্য, ধনী-গরিব নির্বিশেষে, যদি কেউ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে থাকে।

(ঘ) মানত (নযর) পূরণ

যে ব্যক্তি কোনো ইবাদতের মানত করে, তার উপর তা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, "আমার অসুস্থ সন্তান সুস্থ হয়ে উঠলে আমি এত টাকা সদকা করব", তবে সন্তানের সুস্থতার পর ঐ দান করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।

ওয়াজিব সদকার এই প্রকারগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। যেমন, যাকাত এক বছর পূর্ণ হলে, ফিতরা ঈদের সালাতের পূর্বে, আর মানত তার নির্ধারিত সময়েই। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে এগুলো আদায়ের গুরুত্ব ও বিধান হালকা হয়ে যায় না; বরং তা আদায় না করলে গুনাহগার হতে হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এসব বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা এবং যথাসময়ে দায়িত্ব পালন করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

والصدقة تُطفِئُ الخَطيئة كما يُطفِئُ الماءُ النار

"সদকা পাপ মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়"
[*সহিহুল জামি: হাদীস নং ৫১৩৬*]

দুই. নফল সদকা:

নফল সদকা এমন এক শ্রেণির দান, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অপার সুযোগ রয়েছে। এটি মুমিনের ইচ্ছা ও সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার একটি মূল্যবান পথ। আর এই পথের প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে অফুরন্ত সাওয়াব, অন্তরের প্রশান্তি এবং আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের সুযোগ।

নফল সদকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—

মসজিদ নির্মাণ বা পরিচালনায় সহায়তা, মাদরাসা ও দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান, গরীব-দুঃস্থ, এতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য, ভিক্ষুক ও নিঃস্বদের দান, মুসাফির বা যাত্রীকে সহযোগিতা, আত্মীয়-স্বজন ও অনাত্মীয়দের প্রয়োজন মেটানো কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত ভাইকে স্বস্তি এনে দেওয়া।

এই শ্রেণির দানে সময়, স্থান কিংবা পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নেই। আবশ্যিক সদকার মতো এতে নির্দিষ্ট তারিখ বা হার নির্ধারিত নয়। বরং প্রেক্ষাপট ও মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী দানের ধরন ও পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রে দাতা ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন; তিনি দিন কিংবা রাত—যেকোনো সময়, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে—দান করতে পারেন। এই নমনীয়তা নফল সদকার সৌন্দর্যকেই বাড়িয়ে তোলে।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বদা মনে রাখা জরুরি—সকল দান, সে যতই বড় হোক না কেন, যদি তা খাঁটি নিয়তে—শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করা হয়, তবে তা আখিরাতে কোনো কাজেই আসবে না। দান যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, আত্মপ্রদর্শনের ইচ্ছায় কিংবা সামাজিক মর্যাদা অর্জনের আশায় করা হয়, তবে সেই দান পরকালীন সফলতার পরিবর্তে হবে ক্ষতির কারণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِكُمۡ بِالۡمَنِّ وَ الۡاَذٰی ۙ كَالَّذِیۡ یُنۡفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَیۡهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلۡدًا ؕ لَا یَقۡدِرُوۡنَ عَلٰی شَیۡءٍ مِّمَّا كَسَبُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡكٰفِرِیۡنَ ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। "

[সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৬৪]

স্মরণ রাখা উচিত, হালাল উপার্জন থেকে খাঁটি নিয়তে প্রদান করা প্রতিটি দানই আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার যোগ্য। তাই দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে শুধু অর্থের অঙ্ক বড় করাই মূল বিষয় নয়—বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিয়ত। সে নিয়ত যেন হয় শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

এমন সুন্দর নিয়তে করা একটি সামান্য দানও হয়তো আখিরাতে পাহাড়সম প্রতিদান বয়ে আনবে। পক্ষান্তরে, অহংকারমিশ্রিত দান হতে পারে ধ্বংসের কারণ। তাই প্রতিটি দ্বীনদার ও আত্মসচেতন মুসলমানের উচিত, দান-খয়রাতের মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

দান, সদকা এবং হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য

যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা উৎসাহ দিয়েছেন, এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় প্রদান করা হয়—সেগুলোকে ‘সদকা’ বলা হয়। ফরয যাকাতও সদকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

‘হাদিয়া’ বলা হয় এমন উপহারকে, যা আন্তরিক ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রকাশের জন্য নিজের ইচ্ছায় কাউকে দেয়া হয়।

‘দান’ একটি বাংলা শব্দ, যা সাধারণভাবে সদকা ও হাদিয়া—উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

দান-সদকার ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি

ইসলাম এক মানবিক ও ন্যায়ের ধর্ম, যা মানুষের আত্মশুদ্ধি, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সামাজিক ভারসাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ইসলামে দান-সদকা শুধু একটি সামাজিক কাজ নয়, বরং এটি এক মহান ইবাদত—যার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং মানুষের মাঝে মমতা ছড়িয়ে দেয়।

দান-সদকার ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতিগুলো হলো -

১। দানের পূর্বে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা জরুরি, যেন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয় -

অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই দান করা, এর বাইরে অন্য কোনো জাগতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্য না থাকা। পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে -

وَ مَثَلُ الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثۡبِیۡتًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ کَمَثَلِ جَنَّۃٍۭ بِرَبۡوَۃٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتۡ اُکُلَهَا ضِعۡفَیۡنِ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ یُصِبۡهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ ۝

“আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।”

[সূরা বাকারা ২৬৫]

অন্য একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষের দিকে নিয়ত সহিহ না করে দান করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

“...তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল করে এসেছ? সে বলবে, যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি। তখন আল্লাহ বলবেন, মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর (ফিরিশতাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক’রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

২। **হালাল ও বৈধ উপার্জন থেকেই দান করতে হবে, হারাম থেকে নয়** - হালাল ও বৈধ উপার্জন থেকে দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা কোরআনে সূরা বাকারা ২৬৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"

হালাল উপার্জন থেকে সদাকাহ প্রদান প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

“যে ব্যাক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সা’দকা করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন

করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সা’দকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।”

[সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ১৩২৭]

৩। যে জিনিস নিজের কাছে প্রিয়, তেমন কিছু থেকেই দান করা উত্তম - এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরান আয়াত নং- ৯২ তে বলেন -

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فَاِنَّ اللّٰہَ بِہٖ عَلِیۡمٌ

“তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন।”

৪। সামর্থ্য কম হলেও নিয়মিত অল্প কিছু দান করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত -

এ প্রসংগে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে -

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য রাখে সে যেন একটা খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে।”

[সহীহ মুসলিম - ২২৩৭, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১০১৬]

৫। দান যেন সৎ কাজ ও নেক পথে ব্যয় হয়, এ ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরি -

আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন -

“সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।”

[সূরা আল মায়েদা, আয়াত - ২]

৬। দানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা, যেন অন্য দায়িত্বগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় -

এ প্রসংগে আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন -

"আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না*, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।"

[সূরা আল ইসরা, আয়াত - ২৯]

এছাড়াও অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে"

[সূরা আল ফুরকান, আয়াত - ৬৭]

৭। <u>সব সম্পদ দান না করে পরিবারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা রেখে দান করা উচিত</u>

- হাদীসে এসেছে -

"মুহাম্মদ ইবনু কাসীর (রহঃ) ... সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরিচর্যার জন্য আসতেন। আমি বললাম, আমার তো মাল আছে। সেগুলো সব আমি ওসিয়্যাত করে যাই? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেনঃ না। আমি বললামঃ তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ এক-তৃতীয়াংশ করতে পার। এক-তৃতীয়াংশই বেশী। মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরবে ও এরূপ ফকীর অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার তুলনায় তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। আর যাই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য স্বাদকা হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে তাও। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করবেন এই আশা। তোমার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হবে, আবার অন্যেরা (কাফির সম্প্রদায়) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

[সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ৪৯৬৩]

৮। <u>পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে কখন গোপনে, কখন প্রকাশ্যে দান করতে হয়, তা বিবেচনা করতে হবে</u> - এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন -

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَ اِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَ تُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَ یُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَیِّاٰتِكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ

"তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

[সূরা বাকারা, আয়াত - ২৭১]

এছাড়াও অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন -

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَتۡلُوۡنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرۡجُوۡنَ تِجَارَةً لَّنۡ تَبُوۡرَ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না"

[সূরা ফাত্বির, আয়াত - ২৯]

৯। <u>সচ্ছল বা অসচ্ছল যেকোনো অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু দান করে যেতে হবে</u> -

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন -

الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ وَ الۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ

"যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত - ১৩৪]

১০। <u>সুস্থ-সবল ও জীবিত অবস্থায় দান করাই সর্বোত্তম, কারণ তখন নিয়ত ও ইচ্ছা স্পষ্ট থাকে</u> -

হাদীসে জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ প্রসংগে বলা হয়েছে -

"আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত

করুন যে, লোকের মধ্যে কে আমার উত্তম সাহচর্যের অধিকার দাবিদার। তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, তোমার পিতার শপথ! তোমাকে অবশ্যই অবহিত করা হবে, তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার পিতা।

লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, আমার মাল থেকে আমি কিভাবে দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকতে, উত্তমরূপে জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্রের আশঙ্কা জাগ্রত রেখে দান-খয়রাত করো, কিন্তু বিলম্ব করো না। শেষে যখন তোমার জান এখানে (কণ্ঠনালীতে) এসে পৌঁছবে তখন তুমি বলবে আমার এই মাল অমুকের জন্য, আমার এই মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন তা তাদের (ওয়ারিসদের) জন্য হয়েই গেছে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।"

[সুনান ইবনু মাজাহ - ২৭০৬]

১১। <u>দান করার সময় শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রতিদান পাওয়ার আশায় দান করতে হবে</u> - দানের বদলা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দিবেন এই প্রত্যাশায় দান করা। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন -

বল, 'নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযকদাতা।'

[সূরা সাবা, আয়াত -৩৯]

১২। <u>এমনভাবে দান করতে হবে, যাতে মৃত্যুর পরও তার সুফল ও সওয়াব অব্যাহত থাকে (সদকায়ে জারিয়া)</u> - মৃত্যুর পরও দানের উপকারিতা জারি থাকবে এই প্রত্যাশায় দান করা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"যখন কোন লোক মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমল (জারি থাকে)। (প্রথম) সাদাকা জারিয়া (চলমান সাদাকা); (দ্বিতীয়) ঐ ইলম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; (তৃতীয়) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"

[সুনানে আন-নাসায়ী : ৩৬৫২]

সদকার কল্যাণকারিতা

মানবজীবনের এক চিরন্তন বাস্তবতা হল—মৃত্যু। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এই অমোঘ বিধান অতিক্রম করার ক্ষমতা কারও নেই। ধনী-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, জ্ঞানী-মূর্খ, শক্তিশালী-দুর্বল—কারো জীবনের গতি এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর অগ্রভাগকে থামাতে পারে না। যখন সেই কঠিন মুহূর্ত উপস্থিত হবে, তখন নিভে যাবে প্রাণের আলো, থেমে যাবে সব উচ্চাকাঙ্ক্ষার গতি। পৃথিবীর যাবতীয় সম্মান-ক্ষমতা-সম্পদ এক লহমায় অর্থহীন হয়ে যাবে।

এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী; এর চাকচিক্য, স্বাদ-আহ্লাদ এক ধোঁকার মতো। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় তার প্রকৃত গন্তব্য। মৃত্যু তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-প্রতিবেশী এমনকি নিজের অর্জিত সম্পদ থেকেও। সে তখন এমন এক জগতে প্রবেশ করবে যেখানে তার সঙ্গে থাকবে কেবল তার আমলনামা। যারা দুনিয়াকে পরকাল মনে করে কাটিয়ে দেয়, তারা কিয়ামতের দিন হা-হুতাশ করবে—কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না।

তাই হে বুদ্ধিমান মানব! মৃত্যু আসার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এমন কিছু করে যাও, যা কবরে আলোর উৎস হবে, হাশরের মাঠে সুপারিশকারী হবে, এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচরূপে দাঁড়াবে।

সদকা এমনই এক আমল—যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, হৃদয়কে নম্র করে, এবং দুনিয়াতেই সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সদকা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার এমন এক পবিত্র পন্থা, যার প্রতিদান পৃথিবীতে বরকত এবং আখিরাতে মুক্তি।

সদকা গুনাহ মাফের উসিলা

সদকা এমন এক ইবাদত যা আল্লাহর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে এবং পূর্বের গুনাহসমূহ মুছে দেয়। যেন আগুনে পানি ঢেলে তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“সদকা পাপ মুছে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয়”

[সহিহুল জামি: হাদীস নং ৫১৩৬]

সদকার সওয়াব সীমাহীন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা’আলার রাস্তায় কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হয়।”

[সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) - ১৬২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

“হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো।”

[সহীহ : মুসলিম ১০৩৬, আত্ তিরমিযী ২৩৪৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৪১, সহীহ আত্ তারগীব ৮৩১, সুবীহ আল জামি‘ আস্ সগীর ৭৮৩৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। আর উপরের (উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম।”

[মুসলিম ২৪৩৫]

আল্লাহ তাআলা সদকা স্বহস্তে কবুল করেন

হাদীসে এসেছে, বান্দা যখন সদকা করে, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

“কোন ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জিত একটি খেজুর দান করলে আল্লাহ তা’আলা ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তোমাদের কেউ যেভাবে উটের বা ঘোড়ার বাচ্চা লালন পালন করে বড় করে থাকে, তিনিও সেভাবে এটা বাড়াতে থাকেন। অবশেষে তা পাহাড় অথবা এর চেয়েও অনেক বড় হয়।”

[সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী ২২৩৩), আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১০১৪]

উল্লেখযোগ্য যে, কেউ যদি পাপাচারী বা জালিমও হয়, তবুও দানের কারণে সে এমন কল্যাণ লাভ করতে পারে যা কল্পনাতীত ও অভাবনীয়।

সদকা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আত্মাকে পরিপক্ক করে

সদকার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং হৃদয়ের কৃপণতা দূর হয়ে যায়। কারো কাছে প্রচুর সম্পদ না থাকলেও, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সন্তুষ্টি ও প্রাচুর্যের অনুভূতি দান করেন।

সদকা সম্পদের বরকত ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যম

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো—সে মনে করে, দানের মাধ্যমে তার সম্পদের পরিমাণ কমে গেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন; আল্লাহ তাআলা সেই দান অন্যভাবে তাকে ফিরিয়ে দেন। তবে অধিকাংশ মানুষ এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় ।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“আল্লাহ তা’আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমার উপর খরচ করব এবং [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, আল্লাহ তা’আলার হাত পরিপূর্ণ। রাতদিন অনবরত খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ

না, যখন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কী পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদ কমে যায়নি।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন),৪৬৮৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“দান-খয়রাতের কারণে কোন বান্দার সম্পদে হ্রাস হয় না”

[মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত),৫২৮৭]

আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الۡمُصَّدِّقِیۡنَ وَ الۡمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقۡرَضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا یُّضٰعَفُ لَهُمۡ وَ لَهُمۡ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ

“নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।”

[সূরা আল হাদীদ, আয়াত - ১৮]

আল্লাহ আরো বলেন -

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَةً ؕ وَ اللّٰهُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ

“কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।”

[সূরা বাকারা, আয়াত - ২৪৫]

দানের মাধ্যমে যে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা হাদীছে এসেছে। সেটি হ’ল-

“আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি এক বিরাণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় মেঘমালার মধ্যে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। কেউ মেঘমালাকে বলছে, ’অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো।’ মেঘমালাটি সেদিকে সরে গিয়ে একটি কংকরময় ভূমিতে পানি বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেখা গেল, ওখানকার নালাগুলোর একটি সব পানি নিজের মধ্যে পুরে নিচ্ছে। তারপর ও ব্যক্তি ওই পানির পেছনে চলতে থাকল (যেন দেখতে পায় এসব পানি যার বাগানে গিয়ে পৌঁছে সে ব্যক্তি

কে?) হঠাৎ করে সে এক লোককে দেখতে পেল, যে নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সেচনী দিয়ে (বাগানে) পানি দিচ্ছে। সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল, আমার নাম অমুক।
এ ব্যক্তি ওই নামই বলল, যে নাম সে মেঘমালা থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে নাম জিজ্ঞেস করছ কেন? সে বলল, এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে, এ পানি যে মেঘমালার সে মেঘমালা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনেছি। কেউ বলছিল, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। আর সেটি তোমার নাম। (এখন বলো), তুমি এ বাগান দিয়ে কি করেছ (যার দরুন তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছ)। বাগানওয়ালা লোকটি বলল, ”যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, তাই আমি বলছি, এ বাগানে যা উৎপাদিত হয় আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। তারপর তা হতে এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খাই, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এ বাগানেই লাগাই।”
[মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) - ১৮৭৭]

সদকা আল্লাহর গজব প্রশমিত করে

সদাকা আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম। মানুষ যখন গুনাহ ও ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, তখন তার ধ্বংস ও শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু সদাকা সেই শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য মুক্তিপণস্বরূপ কাজ করে এবং আল্লাহর রহমত লাভের পথ খুলে দেয়। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন -

“হে মহিলাগণ! তোমাদের গহনাপত্র দিয়ে হলেও তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা, কিয়ামত দিবসে তোমাদের সংখ্যাই জাহান্নামীদের মধ্যে বেশি হবে”
[সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) - ৬৩৫]

সদকা রোগ ও বিপদ-আপদ দূর করে

সদকা প্রদানের মাধ্যমে পীড়িতদের চিকিৎসা করার এবংন যাকাত দানের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হয়।

মানবতার কল্যাণে সদকার অবদান অনস্বীকার্য

হাদীসে এসেছে -

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“(পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদাকা করব। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। এতে সে বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সাদাকা করবো। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। লোকটি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদাকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই সাদাকা করব। এরপর সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদাকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সাদাকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে, তোমার সাদাকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে, সম্ভবত সে তার ব্যভিচার হতে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদাকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে সাদাকা করবে।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) - ১৪২১]

চুরি ও ব্যভিচার কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবুও, চোর ও ব্যভিচারীর প্রতি সদয় হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাদের কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সদাকা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

সদকা দাতাকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবে

কিয়ামতের দিন হবে এক অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ানক দিন, যেদিন সূর্য খুব কাছে আসবে, মানুষ ঘামে ভিজে যাবে এবং আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো ছায়া থাকবে না—শুধু আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু বিশেষ

গুণাবলির অধিকারী মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর **আরশের ছায়া** দান করবেন। হাদীসে এসেছে -

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা’আলা সেদিন (কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন) তাঁর ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে নাঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে যৌবন বয়সে আল্লাহর ’ইবাদাতে কাটিয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে থাকে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়, (৫) সে ব্যক্তি, যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু’ চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, (৬) সে ব্যক্তি, যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী যুবতী কু-কাজ করার জন্য আহ্বান জানায়। এর উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হতে কী খরচ করেছে।”

[সহীহ : বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১, নাসায়ী ৫৩৮০, তিরমিযী ২৩৯১, আহমাদ ৯৬৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৮৬, ইরওয়া ৮৮৭]

সদকা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ঢাল

সদকা এমন একটি নেক আমল বা সৎকাজ, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

দানকারীকে জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহ্বান জানানো হবে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে কোন জিনিস এক জোড়া (দু’ গুণ) আল্লাহর পথে সন্তুষ্টির জন্য সদাক্বাহ্ (সাদাকা) করবে, জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আর জান্নাতের অনেক (আটটি) দরজা আছে। যে ব্যক্তি সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়কারী হবে, তাকে ’বাবুস্ সালাত’

হতে ডাকা হবে। যে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তাকে ডাকা হবে 'বাবুল জিহাদ' হতে। দান সদাক্বাকারীকে ডাকা হবে 'বাবুস্ সদাক্বাহ্' দিয়ে। যে ব্যক্তি সায়িম (রোযাদার) হবে, তাকে 'বাবুর রাইয়্যান' দিয়ে ডাকা হবে। এ কথা শুনে আবূ বকর (রাঃ) জানতে চাইলেন, যে ব্যক্তিকে এসব দরজার কোন একটি দিয়ে ডাকা হবে তাকে কি অন্য সকল দরজা দিয়ে ডাকার প্রয়োজন হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ! (হবে) আর আমি আশা করি তুমি তাদেরই একজন হবে।"

[সহীহ : বুখারী ১৮৯৭, মুসলিম ১০২৭, আত্ তিরমিযী ৩৬৭৪, নাসায়ী ২৪৩৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭০০, আহমাদ ৭৬৩৩, ইবনু হিব্বান ৩০৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৮৭৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬১০৯]

সদকাই হলো প্রকৃত পরকালীন সম্পদ

নির্ভেজাল নিয়তে হালাল উপার্জন থেকে যতটুকু ছাদাক্বা করা হবে, পরকালে তা-ই আমাদের জন্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। অতএব, যে যত বেশি ছাদাক্বা করবে, তার পরকালীন সঞ্চয় তত বেশি হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

"বান্দা (গর্ব : করে) বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ; প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে মানুষের (ওয়ারিসদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে।"

[সহীহ: মুসলিম ৪-(২৯৫৯), মুসনাদে আহমাদ ৮৭৯৯, সহীহুল জামি ৮১৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ৮৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৪৪, শুআবুল ঈমান ৩৩৩৩, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৫]

শেষ বিচারের দিন দানকারী ব্যক্তি মহা সাফল্যের অধিকারী হবে

আল্লাহ তা’আলা বলেন -

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।”

তাফসীরে জাকারিয়া তে এই আয়াতের প্রসংগে বলা হয়েছে -

মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয় বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়; কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ের স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। তারপর আল্লাহ তাকে অর্থ সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করেন। তাই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মালও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ। [বাগভী]

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও। [বাগভী] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হয়ে যান যিনি তাঁর রাস্তায় বের হয়। তাকে শুধুমাত্র আমার রাহে জিহাদই এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাসই বের করেছে। আল্লাহ্ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, যদি সে মারা যায় তবে তাকে জান্নাত দিবেন অথবা সে যা কিছু গনীমতের মাল পেয়েছে এবং সওয়াব পেয়েছে তা সহ তাকে তার সে ঘরে ফিরে পৌছিয়ে দিবেন যেখান থেকে বের হয়েছে।

[বুখারী: ৩১২৩; মুসলিম: ১৮৭৬]

সুখী স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের অধিকারী হবে

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

“কৃপণ ও সাদাকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু’ ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দু’টি লোহার বর্ম রয়েছে। অপর সনদে আবুল ইয়ামান (রহ.)....আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও সাদাকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু’ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দু’টি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক হতে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেঁটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না।”

[(সহীহ বুখারী - ১৪৪৩, ১৪৪৪, ২৯১৭, ৫২৯৯, ৫৭৯৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ১৩৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩৫৬)]

ঈর্ষনীয় ইবাদাত

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) তার পিতা (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র দু’টি বিষয়েই হিংসা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হল, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) -৭৫২৯, ৫০২৫; মুসলিম ৬/৪৭, হাঃ ৮১৫, আহমাদ ৪৫৫০]

দান - সদকার উত্তম পন্থা ও পদ্ধতি

গোপনে দান

আল্লাহ তা’আলা বলেন -

اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَ اِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَ تُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ؕ وَ یُکَفِّرُ عَنۡکُمۡ مِّنۡ سَیِّاٰتِکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ

“তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।”

অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষন্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দ্বীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দ্বীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। [মাআরিফুল কুরআন]

সুস্থ দেহ ও সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দান করা

মৃত্যুর পরে বা অসুস্থ থাকা অবস্থায় দান করার চেয়ে সুস্থ এবং সামর্থ্য থাকা অবস্থায় দান করা উত্তম। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন -

“এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম সাদাকা কোনটি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং

তুমি দারিদ্রের আশংকা কর, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কন্ঠাগত হবে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে।"

[(সহীহ বুখারী ২৭৪৮, ১৪১৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৪৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৫৮)]

যতটুকু ফরয তার চেয়ে অতিরিক্ত দান খয়রাত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَ يَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَا ذَا يُنۡفِقُوۡنَ ۬ؕ قُلِ الۡعَفۡوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُوۡنَ

"তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত'। এভাবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি আদেশাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।"

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর। এতে বোঝা গেল যে, নফল সদাকার বেলায় নিজের প্রয়োজনে অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদাকা করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

"আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আনসারদের কিছু লোক যাচঞ্ঞা করলে তিনি তাদেরকে দান করলেন। তারা আবার চাইলে আবারও দান করলেন। পরিশেষে তাঁর নিকট যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট যে মঙ্গল থাকবে, আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। তবে যে ব্যক্তি (যাচঞ্ঞা থেকে) পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।"

[বুখারী ১৪৬৯, মুসলিম ২৪৭১]

অভাব অনটনের মধ্যেও দান খয়রাত করা

কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রহঃ) ..... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন -

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন ধরনের সাদ্কাহ উত্তম?

তিনি বলেনঃ যার মালের পরিমাণ কম এবং তা থেকে কষ্ট করে দান করে দান করে এবং তোমার পরিবার-পরিজন, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য তাদেরকে প্রথমে দান কর।"

[সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) -১৬৭৭]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন -

"এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেছে। সাহাবীগণ বললেন যে, এটা কিভাবে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধুমাত্র দুইটি দিরহাম ছিল সেখান থেকে সে একটি দান করে দিল, আর এক ব্যক্তি অগণিত ধন-সম্পদ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল।"

[সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ২৫২৯, তাহক্বীকঃ হাসান। তা'লীক আলা ইবন খুযাইমাহ ২৪৪৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/২৮–২৯।]

নিজের সন্তানের জন্য খরচ করা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

"সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়।"

[সহীহ বুখারী ৫৩৫১, মুসলিম ১২/১৪, হাঃ ১০০২, আহমাদ ১৭০৮১] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৭]

ধনী দানশীল ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আল্লাহর রাস্তায় দান করে অনেক সওয়াব হাসিল করেন। কিন্তু একজন গরীব মুসলিম যিনি নিজের পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যস্ত থাকেন তিনি কীভাবে দানের সাওয়াব পাবেন? আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন লোকের জন্য সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নিজেদের পরিবারের ভরণ পোষণের সময় যদি এ নিয়ত রাখে যে, তারা আল্লাহর দেয়া খাদ্য খাবে আর তাঁরই 'ইবাদাত ক'রে তাঁরই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করবে আর তাদের এ

খরচের জন্য আল্লাহর নিকট সাওয়াব লাভের আশা করবে, তাহলে তারা তাদের এ ব্যয়ের জন্য আল্লাহর নিকট হতে দান-খায়রাত করার সাওয়াব হাসিল করবে।

আত্মীয় স্বজনকে দান করা

হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

"মিসকীনকে দান করার মধ্যে শুধু সাদাকার সওয়াব রয়েছে আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে দুটি সওয়াব রয়েছে, দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়াত্রার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব।"

[সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ২৫৮৪]

এ ক্ষেত্রে এতিম এবং অভাবীদের প্রাধান্য ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

প্রতিবেশীকে দান করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন -

"হে আবূ যার্র! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসিয়ত করে বলেছেন যে, যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।"

[মুসলিম ৬৮৫৫-৬৮৫৬, হাদীস সম্ভার - ১৭৬১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশে প্রতিবেশীদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নেওয়ার গুরুত্ব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীছে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—গোশতের তরকারিতে ঝোল বেশি করে রান্না করতে, যেন তা সহজে প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করা যায়। এতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, খাবার যতটুকুই হোক না কেন, তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মনোভাবই প্রকৃত দান ও সহানুভূতির পরিচয়।

বিশেষ করে যদি প্রতিবেশী কোনো অভাবে ভোগেন, তাহলে এই দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। দান ও সদকা তখন শুধু একটা নেক আমলই নয়, বরং একে অপরের প্রতি মানবিকতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। খাবার অল্প হলেও, ঝোল বাড়িয়ে তা বেশি লোকের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সহজ পন্থাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—ঝোল বাড়াও, তাতে সামান্য গোশতের টুকরাও থাকুক, আর তা প্রতিবেশীর মাঝে ভাগ করে দাও।

এখানে শুধু ঝোল বিতরণের কথাই বলা হয়েছে, তবে এর তাৎপর্য অনেক গভীর। ঝোলে গোশতের রস, স্বাদ ও কিছু পুষ্টি থাকায় তা নিজেই এক ধরনের খাবারে পরিণত হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, শুধুমাত্র সেই ঝোল দিয়েই ভাত বা রুটি খাওয়া যায় এবং তা ক্ষুধা নিবারণে সহায়ক হয়। বাস্তবে 'সুবাসে অর্ধেক ভোজন' কথাটি এখানেই সত্য প্রমাণিত হয়। এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত উদারতা শুধু সম্পদের প্রাচুর্যে নয়—বরং হৃদয়ের প্রসারতায় নিহিত। বিশেষ করে অভাব ও দুর্দশার সময়ে, একটুকরো রুটি, সামান্য ঝোল বা এমনকি একটি খেজুরও অনেক বড় নেয়ামত হয়ে ওঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এমন সময়ও এসেছে, যখন একজন সাহাবী দিনের পুরোটা কেটেছেন একটি মাত্র খেজুর খেয়ে। কেউ কেউ বলেন, এমন দিনও এসেছে, যেদিন ভাগে একটি খেজুরও জোটেনি। তখন তারা খেজুরের বিচি চুষে পানিই তাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের শিক্ষা দেয়—সঙ্কটকালে ক্ষুদ্র জিনিসও অমূল্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই হাদীস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও আমরা পাই—সামর্থ্য অনুযায়ী দান করাই মুখ্য, বড় দান নয়। খাবার বেশি না থাকলেও, তা ভাগ করে দেওয়ার মনোভাবই সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ, এতে শুধু দরিদ্রের উপকার হয় না, বরং সমাজে পারস্পরিক ভালবাসা, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

সর্বোত্তম খরচ হলো নিজ পরিবার ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“কোন লোক তার দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি সে আল্লাহ তা’আলার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তার পশুর জন্য ব্যয় করে এবং যে দীনারটি সে আল্লাহ তা’আলার পথে তার মুজাহিদ সঙ্গীর জন্য ব্যয় করে, তা-ই সবোত্তম দীনার। আবূ কিলাবা তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বক্তব্য শুরু করেন পরিবার-পরিজন হতে। তারপর তিনি বলেনঃ যে লোক তার নিজের ছোট ছোট সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, বিরাট সাওয়াবের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি বড় আর কে আছে? আল্লাহ তার মাধ্যমে এদের মান-ইজ্জাত ও সম্মান-সন্ত্রম রক্ষা করেন এবং তার ওয়াসীলায় এদের স্বনির্ভর করেন।”

[সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) - ১৯৬৬, সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৬০), মুসলিম।]

জিহাদের জন্য খরচ করা

আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“উত্তম সাদকা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা’আলার রাস্তায় ছায়া সৃষ্টির জন্যে তাবু দান করা, আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা অথবা আল্লাহ তা’আলার রাস্তায় জাওয়ান উষ্ট্রী দান করা।”

সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) - ১৬২৭

সদকায়ে জারিয়া

জীবদ্দশায় আমল করে যাওয়া দান-খয়রাত যা সদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে তার নেক আমল চলমান থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি বস্তু ছাড়া (তার নিকট) সকল প্রকার আমলের সাওয়াব যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। (ক) সাদাকাহ জারিয়াহ, (খ) এমন ইলম রেখে যাওয়া যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও (গ) রেখে যাওয়া এমন সৎসন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।”

[মুসলিম: ১৬৩১]

দান - সদকার উত্তম খাত

নিম্নে উল্লিখিত চারটি খাতে দান করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই খাতগুলোতে দান করলে তা সাদাকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ এর সওয়াব চলতে থাকে যতদিন এই দান মানুষের উপকারে আসে। আবু হুরায়রা বর্ণিত আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

"মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার কিছু আমল ও নেক কাজের প্রতিদান তার নিকট পৌছতে থাকবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, (১) সেই জ্ঞান যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রচার করেছে, (২) সুসন্তান রেখে গেছে, (৩) সন্তানকে কুরআনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছে, (৪) অথবা মসজিদ তৈরি করে রেখে গেছে, অথবা (৫) মুসাফিরের জন্য একটি ঘর তৈরি করে রেখে গেছে, (৬) অথবা (জনস্বার্থে) পানি সরবরাহের জন্য একটি নদীনালা চালু করে গেছে, অথবা তার (৭) জীবিত থাকাকালীন সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ হতে সাদাকাহ বের করে (দান করে) গেছে, এসব কিছুর সাওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌছতে থাকবে।"

[ইবনে মাজাহ: ২৪২]

এ কাজগুলো জীবদ্দশায় করে গেলে মৃত্যুর পরে তার নেক আমল জারী থাকবে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যদি তার কোন সন্তান বা তার আত্মীয় বা আপনজন বা ওয়ারিশ মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে জীবিত লোকের খরচে এ প্রকার সদাকাহগুলো করে থাকে আর এ নিয়ত করে যে, এসব কাজের সাওয়াব উক্ত মাইয়্যেতের জন্য, তাহলে এতেও মাইয়্যেত সদাকায়ে জারিয়াহর সাওয়াব পেতে থাকবে।

ক. মানুষের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা:

পানীয় জল মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে যে স্থানে বিশুদ্ধ পানির সংকট রয়েছে, সেখানে একটি টিউবওয়েল, নলকূপ বা পানির ট্যাংক স্থাপন করা অত্যন্ত মহৎ কাজ।

"একবার সাহাবী সা'দ ইবনে উবাদা রা. এসে নবীজীকে বলেছিলেন, আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে কোনো সদকা করতে পারি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই পার!

তিনি বললেন, তাহলে কোন্ সদকা উত্তম? অর্থাৎ, আম্মার পক্ষ থেকে আমি কী সদকা করব, সেটাও বলে দিন!
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-
سَقْيُ .الْمَاءِ
পানি পান করানো। (জনসাধারণের জন্য পানির ব্যবস্থা করা।)
বর্ণনাকারী বলেন, তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন, 'এটা উম্মে সা'দের নামে ওয়াকফ করা হল।' (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৮৪৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮১)"
এই দান দীর্ঘস্থায়ী উপকার বয়ে আনে এবং দানকারীর জন্য অফুরন্ত সওয়াবের কারণ হয়।
খ. ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য প্রদান করা:
ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ। এটি সামাজিক সহানুভূতির পরিচায়ক এবং মানবতার প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:
وَ يُطۡعِمُوۡنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسۡکِیۡنًا وَّ یَتِیۡمًا وَّ اَسِیۡرًا

"তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।"
[সূরা আল -ইনসান (আদ - দাহর), আয়াত ৮]
খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট দূর হয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বড় মাধ্যম। এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলিম, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে-যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না-খাবার দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ।
কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
"তোমরা কয়েদি মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং অসুস্থদের সুশ্রুষা কর।"

[বুখারী: ৩০৪৬]

গ. মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করা:

মসজিদ ইসলামী সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। এটি শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং ইসলামী শিক্ষা, আলোচনা ও সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। হাদীসে এসেছে,

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।"

[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৭নং]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ্ নির্মাণ করে দেন।"

[ইবনে মাজাহ্, সুনান, জামে ৬১২৮ নং]

"যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ্ নির্মাণ করবেন।"

[ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, সহিহ তারগিব ২৬৫নং]

অর্থ্যাৎ মসজিদের নির্মাণে অর্থ ব্যয় করা এক দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, যার সওয়াব মৃত্যু পরেও চলতে থাকে।

ঘ. ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞানের প্রচার ও শিক্ষায় ব্যয় করা:

ইলম বা জ্ঞানের প্রচার ইসলামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষা, হাদীস শিক্ষাদান, ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান, বই বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ইলমের প্রচারে অংশ নেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ সেই ইলম যতদিন মানুষ ব্যবহার করবে, ততদিন দানকারী সওয়াব পেতে থাকবে।

সদকা কবুলের শর্ত

রিয়া ও লোকের প্রশংসা প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হওয়া

দান-সদকা ইসলামে একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ ও মহৎ ইবাদত। এটি মানুষকে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহায়তা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। একজন মুমিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অভাবী, গরিব, মিসকীন বা অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রের মানুষদেরকে দান করে, তখন তা আল্লাহর দরবারে একটি ইবাদত হিসেবে গৃহীত হয় এবং এর বিপরীতে তিনি পরকালীন প্রতিদান লাভ করেন।

কিন্তু শয়তান সবসময় মানুষের সৎ নিয়তকে বিপথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। সে মানুষের মনে অহংকার, খ্যাতিপ্রবণতা এবং লোক দেখানোর বাসনা সৃষ্টি করে। ফলে দেখা যায়, অনেক মানুষ দান-সদকা করে শুধুমাত্র সমাজে নিজের নাম প্রচার বা সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে। কারও সামনে দান করে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করে, দান করার ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করে কিংবা জনসম্মুখে এমনভাবে দান করে যাতে সবাই তার প্রশংসা করে। এ ধরনের দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এটি রিয়া (লোক দেখানো আমল), যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন। এবং সে তার প্রতি সকল নিয়ামত চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন তুমি কি কাজ করে এসেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তো যুদ্ধ করেছ লোকে তোমাকে বীর বলবে এ উদ্দেশ্যে। আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে, এবং তাকে টেনে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন কি কাজ করে এসেছ? সে বলবে আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি

মিথ্যা বলেছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ এ জন্য যে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। কুরআন তিলাওয়াত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, লোকে তোমাকে কারী বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে তাকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য। তারপর বিচার করা হবে এমন ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে সকল ধরণের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে হাজির করে আল্লাহ নি'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে সকল নেওয়ামত স্মরণ করবে। আল্লাহ বলবেন, কি করে এসেছ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে খরচ করা পছন্দ করেন আমি তার সকল খাতে সম্পদ ব্যয় করেছি, কেবল আপনারই জন্য। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি সম্পদ এ উদ্দেশ্যে খরচ করেছ যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে, এবং তাকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৫]

দান করে অপমান না করা

দান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হতে হবে, কোনো দুনিয়াবী প্রতিদানের আশায় নয়। একজন মুমিনের উচিত হলো নিঃস্বার্থভাবে, নিঃশর্তভাবে দান করা—এমনভাবে যে, দান করার পর তার বিনিময়ে কোনো ধন্যবাদ, প্রশংসা, সুবিধা বা প্রতিদান কামনা না থাকে। প্রকৃত দান হলো সেই দান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে মুক্তির আশায় করা হয়।

দান করার পর তা নিয়ে খোটা দেওয়া বা দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মনঃকষ্ট দেওয়া একটি মারাত্মক গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। খোটা মূলত সেই ব্যক্তি দেয়, যে দান করে দুনিয়াবী স্বার্থ বা ব্যক্তিগত সম্মান-সম্মাননা আশা করে থাকে। যখন তার সেই আশা পূরণ হয় না, তখন সে অসন্তুষ্ট হয়ে দানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এবং উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপমান করে, তাকে দাসত্বে বাঁধতে চায়।

কিন্তু যারা খাঁটি ঈমানদার, যারা জানে যে পরকালই চূড়ান্ত গন্তব্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বোচ্চ সাফল্য, তারা দান করে কোনো প্রতিদানের আশায় নয়। তারা জানে, মানুষ না চিনলেও, আল্লাহ অবশ্যই জানেন এবং প্রতিদান দেবেন সবচেয়ে উত্তমভাবে। এই কারণেই তারা দান করে চুপিসারে, বিনয় নিয়ে, এবং কখনোই

দান করা নিয়ে গর্ব করে না বা কাউকে খোটা দেয় না। বরং তারা মনে করে, তারা দান করার সুযোগ পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছে, কেননা এটা আল্লাহরই দয়া। আল্লাহ তা’আলা বলেন -

“হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।”

[সূরা বাকারা, আয়াত - ২৬৪]

কোন সময়ের সদকা উত্তম?

সাধারণভাবে যেকোনো সময় ছাদাক্বা করা যায়, তবে কিছু নির্দিষ্ট সময় বা পরিস্থিতি ছাদাক্বার জন্য অধিক উত্তম হিসেবে বিবেচিত। সুস্থতা মানুষকে আত্মভোলা করে তোলে, ফলে সে পরকালের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সম্পদের প্রতি লোভ মানুষকে ধন-সম্পদ জমাতে উৎসাহিত করে। দারিদ্র্যের ভয় তাকে কার্পণ্য ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। আর ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিলাসিতা ও দুনিয়াবিমুখ জীবনে আকৃষ্ট করে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! কোন ছাদাক্বা ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন -

“তুমি যখন সুস্থ-সবল থাকো এবং সম্পদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করো, দারিদ্রের ভয় কর, ধন-সম্পদের মালিক হতে চাও, তখনকার দান সবচেয়ে বড়। তাই প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার সময় পর্যন্ত দান করার অপেক্ষা করবে না। কারণ তখন তুমি বলতে থাকবে, এ মাল অমুকের, এ মাল অমুকের এবং এ মাল অমুকের। অথচ ততক্ষণে মালের মালিক অমুক হয়েই গেছে।”

সহীহ : বুখারী ১৪১৯, মুসলিম ১০৩২, নাসায়ী ৩৬১১, আহমাদ ৭১৫৯, ইবনু হিব্বান ৩৩১২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৩২, ইরওয়া ১৬০২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৮৩, সহীহ আল জামি‘ আস্ সগীর ১১১১।

রামাদান মাসে সদকা

রামাযান মাসকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ করে তৈরি করেছেন। এই মাসে প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সাধারণ সময়ে একটি ভালো কাজের সওয়াব যেখানে দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দেওয়া হয়, রামাযানে তা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে, রামাযানে যদি কেউ এক টাকা সদাকা করে, আল্লাহর অশেষ দয়ায় সে সাতশ টাকার সওয়াব বা তারও বেশি লাভ করতে পারে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অবারিত রহমতের দরজা, যা শুধু রামাযানেই খুলে দেওয়া হয়।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ রামাযান মাসকে দানের মাস হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি নিজেও এই মাসে সবচেয়ে বেশি দান করতেন এবং বদান্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

সহীহাইনে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন”

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২]

এই মাসে মানবিকতা, সহানুভূতি ও হৃদয়ের কোমলতা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। হাদিসে রামাযানকে ‘সহানুভূতির মাস’ বা ‘হামদর্দির মাস’ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো—এ মাসে ধনী-গরিব, সব শ্রেণির মানুষের মাঝে পারস্পরিক মমত্ববোধ সৃষ্টি

হয়। যারা রোজা রাখে, তারা ক্ষুধার কষ্ট অনুভবের মাধ্যমে গরিব-অসহায়দের দুর্দশা উপলব্ধি করে। এই অনুভূতি মানুষকে দানশীল ও উদার করে তোলে।

রামাযানে শুধু রোজা রাখা নয়, বরং আত্মিক পরিশুদ্ধি, দান, ইবাদত এবং মানবতার কল্যাণে নিবেদিত থাকার সুযোগ থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, এ মাসে কেবল নিজের ইবাদতে ডুবে থাকা নয়, বরং সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়ানোও একজন রোজাদারের কর্তব্য।

দান-সাদাকা রামাযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামের দৃষ্টিতে দানশীলতা একটি মহৎ গুণ, যা শুধু অর্থ দানেই সীমাবদ্ধ নয়—বরং এটি মানুষের প্রতি সদয় আচরণ, তাদের কষ্টে সাড়া দেওয়া, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর পথে খরচ করার মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়।

ইসলাম দান ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে, পক্ষান্তরে পরনির্ভরশীলতাকে নিরুৎসাহিত করেছে। যারা রামাযানে রোজা রাখে, তারা নিজেরাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে ব্যয় করতে আগ্রহী হয়। এই ব্যয় শুধু দুনিয়াবি কল্যাণের মাধ্যমই নয়, বরং আখিরাতে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম।

আল্লাহ তায়ালা দান-সাদাকা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

“যে রিযক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তাথেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। নচেৎ (মৃত্যু এসে গেলে) সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আরো কিছুকালের অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাক্বাহ করতাম আর সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। আর আল্লাহ কখনো কোন প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।’

[সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১]

রহমতের মাস রামাযানে প্রত্যেকের জন্য বরকতময় আমল হলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ

“তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।”

[সূরা আলে ইমরান - ৯২]

এই আয়াত যখন নাজিল হয়, সাহাবাগণ কীভাবে উত্তম বস্তু দান করায় লেগে পড়েছিল—তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন,

"মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। তাঁহার সবচাইতে অধিক খেজুর বৃক্ষ ছিল। সমুদয় বাগানের মধ্যে 'বাইরহা' নামক বাগানটি ছিল তাহার (আবু তালহার) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করিতেন। সেখানকার পানি খুবই উত্তম ছিল, তিনি তাহা পান করিতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইলঃ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون) অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করিবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াব পাইবে না)। তখন আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করিবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াব পাইবে না। আর আমার প্রিয় বস্তু হইল এই 'বাইরহা'। আমি ইহাকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিলাম। ইহার বিনিময়ে আমি নেকীর আশা রাখি এবং ইহা আল্লাহর নিকট জমা রাখিতেছি। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইহাকে যেভাবে ইচ্ছা কবুল করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাহবা! ইহা অত্যন্ত লাভজনক মাল, ইহা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছ আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। আমার মনে হয়, তুমি ইহাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। আবু তালহা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উহা বিতরণ করিয়া দিব। অতএব আবু তালহা (রাঃ) তাহার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দিলেন।"

[মুয়াত্তা মালিক, সদাকা সম্পর্কিত অধ্যায় : ১৮৭২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন -

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”

[সূরা আলে বাকারা- ২৬১]

এছাড়াও জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন এবং নিজেই অর্থসংকটে - এমন অবস্থায় দান করা সর্বাধিক ফযীলতপূর্ন।

আল্লাহ তা’আলা বলেন -

“(মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না। তুমি কি জান দুর্গম গিরিপথ কী?(তা হচ্ছে) দাসমুক্তি।অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান,নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে,অথবা দারিদ্র-ক্লিষ্ট মিসকীনকে।”

[সূরা আল বালাদ , আয়াত - ১১ -১৬]

দান-সদাকার বিধান

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

“খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে (সাদাকার) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেলো। হাসান ও হুসাইন (রাঃ) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ হতে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জানো না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) সাদাকা ভক্ষণ করে না।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) -১৪৮৫]

আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করতেন যে -

“উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর একটি ঘোড়া সাদাকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ব্যয় করার ইচ্ছায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ তোমার সাদাকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর

অভ্যাস ছিল নিজের দেয়া সাদাকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদাকা না করে ছাড়তেন না।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) -১৪৮৯]

দানকারীর মর্যাদা

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা‘আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

(১) ন্যায়পরায়ণ শাসক।

(২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে।

(৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে।

(৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দু’ব্যক্তি পরস্পর মহববত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহববতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহববতের উপর।

(৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

(৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদাকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না।

(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।”

[সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) -১৪৮৩]

ইসলামের দৃষ্টিতে দান-সদকা কেবল গরিব-দুঃখীর উপকারের মাধ্যম নয়, বরং এটি একজন মুমিনের ঈমান, তাকওয়া এবং আখিরাতের সফলতার প্রতিচ্ছবি। কুরআনুল কারীমে বহুস্থানে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন দান-সদকার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশ্বাস দিয়েছেন।দান-সদকা মানুষের অন্তরকে বিশুদ্ধ করে, সমাজে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে, এবং আল্লাহর রহমতকে ডেকে আনে।এই মহান ইবাদাতের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন তার মালকে

পবিত্র করেন, তেমনি সমাজে ভারসাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দান-সদকা কেবল আখিরাতের জন্যই নয়, দুনিয়ার শান্তি ও স্থিতির জন্যও এক অপরিহার্য উপাদান।

আমাদের উচিত, দান-সদকাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানো, আল্লাহর জন্য নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং নিজেকে দানশীল বানিয়ে রাসূল ﷺ এর সুন্নাত অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন। আমিন।